R N No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস্, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
৫ই সেপটেম্বর, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

জঙ্গিপুর এক্জিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত বর্জন

বিশেষ প্রতিনিধি : 'দুর্ব্যবহার, দুর্নীতি, হঠকারিতা এবং বিরোধীভাবাপন্ন আচরণ' এর প্রতিবাদে জঙ্গিপুর ল-ইয়ারস' বার এ্যাসোসিয়েশন পয়লা সেপটেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জঙ্গিপুর এক্জিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তি-গোপাল দত্তের আদালত বর্জন করেন। তার আগে ২৪ আগষ্ট বারের এক সভায় আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং মহকুমা শাসককে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সিদ্ধান্তটি এই রকম : জঙ্গিপুর ল-ইয়ারস' বার এ্যাসোসিয়ে-শনের সদস্যরা জঙ্গিপুর এক্জিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিগোপাল দত্তের দুর্ব্যবহার, দুর্নীতি, হঠকারিতা এবং বিরোধীভাবা-পন্ন আচরণের প্রতিবাদে ২৪ আগষ্ট অনুষ্ঠিত বারের সভায় উপস্থিত হন এবং দাবি করেন যে, দত্তের ফাইলে বিচারাধীন যে সমস্ত মামলা রয়েছে, বিচারের ও সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বার্থে এবং আইনজীবীদের সম্ভ্রম ও সম্মানের স্বার্থে সেগুলি যদি সত্বর ট্রানসফার বা হস্তান্তরিত করা না হয়, তবে তাঁরা দত্তের এজলাস বর্জন করবেন। বারের সদস্যর আরো বলেন যে, ১৯৭৬ সালের ১৮ সেপটেম্বরের সভায় দত্তের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে গৃহীত সিদ্ধান্ত তদানীন্তন মহকুমা শাসক, জেলা শাসক এবং বিভাগীয় মন্ত্রীকে জানানো হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁরা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার ফলে উক্ত এক্জিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের আচরণ এবং দুর্ব্যবহার ক্রমাগত অসহনীয় হয়ে এমন পর্যায়ে এসেছে, যার ফলে কোন বিবেক ও সম্ভ্রমসম্পন্ন মানুষের পক্ষে তাঁর এজলাসে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ১৯৭৬ সালের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভুল ওষুধে রোগীর মৃত্যু : অভিযোগ

অরঙ্গাবাদ, ৫ সেপটেম্বর—রঘুনাথগঞ্জে একটি ওষুধের দোকান থেকে ভুল ওষুধ সরবরাহজনিত বিলম্বের দরুণ এবারের স্বাধীনতা দিবসের দিন সুতী থানার মহেশাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন রোগীর মৃত্যু ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, ওই দিন সর্পদষ্ট একজন রোগীকে মুমূর্ষু অবস্থায় মহেশাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রতিষেধক ওষুধ না থাকায় একজন চিকিৎসক প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রেসক্রিপসন করে দেন। রোগীর আত্মীয় সেই প্রেসক্রিপসন নিয়ে রঘুনাথগঞ্জের একটি ফারমেসীতে আসেন ওষুধ কিনতে। ফারমেসী থেকে ক্যাশমেমো কেটে অন্য একটি ওষুধ সরবরাহ করা হয়। ওষুধটি দ্রুত মহেশাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক অবাক হয়ে দেখেন ওষুধটি সাপের বিষ প্রতিষেধক নয়, ক্রিমির। রেগে গিয়ে তিনি চিঠি লিখে আবার পাঠান ওষুধটি আনার জন্য। কিন্তু সঠিক ওষুধ আসার আগেই রোগী মারা যান বিলম্বের জন্য। ফারমেসীর অজ্ঞতায় একটি অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হওয়ায় সকলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

দু'বছরে জল নিষ্কাশনের কাজ শেষ হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা এবং তৎসন্নিহিত বিস্তীর্ণ এলাকার জল নিষ্কাশন করে আবাদযোগ্য জমি পুনরুদ্ধারে ৪'১২ কোটি টাকার যে প্রকল্প ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ হাতে নিয়েছেন, তার প্রাক্প্রস্তুতিপর্ব চলেছে। জমি অধিগ্রহণের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। খুব শিগ্গির প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২১ আগষ্ট এক চিঠিতে তৎকালীন সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যালকে এ তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচমন্ত্রী ব্রহ্ম প্রকাশ। তিনি আরো জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। দু'বছরে জল নিষ্কাশনের কাজ শেষ হবে।

এদিকে প্রকল্প রূপায়ণে বিলম্ব ঘটায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সর্বস্বান্ত মানুষের মনে ক্ষোভ বাড়ছে। কারণ জমা জলের জন্যই তাঁদের জমিজমা সব গিয়েছে। তাঁদেরকে ভিখারি করে ছেড়েছে।

আজ শিক্ষক দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : আজ ৫ সেপটেম্বর, শিক্ষক দিবস। সারা দেশের সঙ্গে একযোগে আজকের দিনটি জঙ্গিপুর মহকুমায় উদ্‌যাপিত হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

অবহেলিত ডাকঘর

সাগরদীঘি, ২৯ আগষ্ট—বালিয়া ডাকঘরে হামেশাই নির্দিষ্ট তারিখ শেষ হয়ে যাওয়ার পর চিঠি-পত্র এসে পৌঁচচ্ছে। সাধারণ চিঠি থেকে শুরু করে ইনটারভিউ ও এ্যাপয়েনটমেনট লেটারও দেরীতে পৌঁছান থেকে বাদ পড়ছে না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সর-কারের খাদি ও সুতী বস্ত্র বিভাগ থেকে দুটি ইনটারভিউ লেটার সময় অতিক্রমের পর পৌঁচেছে। এর আগে আর পি এফ-এর ইনটারভিউ ডাক পৌঁচেছে নির্দিষ্ট তারিখের দু'দিন পর। খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগে নিয়োগপত্রও এসেছে যোগদানের তারিখের দু'দিন পর। অবহেলিত এই ডাকঘরে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়েও নিশ্চয়তা থাকে না। ইচ্ছেমত টাকা জমা করা হয়। ডাকঘর খোলার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেশন ডিলার উধাও

অরঙ্গাবাদ, ২ সেপটেম্বর—খয়রাতি সাহায্য খাতে ১৪ কুঃ গম ও ৯ কুঃ চাল তুলে বহুতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালনগর গ্রামের রেশন ডিলার নাকি উধাও হয়েছেন বলে গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে। ওই পরিমাণ গম ও চাল খয়রাতি বণ্টনের জন্য ৪৫০ জন দুঃস্থকে টোকেন ইস্যু করা হয়। টোকেনের মালিকরা রেশন দোকানে গিয়ে দেখেন ডিলার উধাও হয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিষয়টি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন বলে জানা গেছে।

সুজাপুরে : রঘুনাথগঞ্জের সুজাপুরের এম আর ডিলারের বিরুদ্ধে বেশী দামে কেরোসিন বিক্রীর অভিযোগ উঠেছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, রেশন দোকানের কেরোসিন গ্রামের কয়েকটি মুদীর দোকান থেকে চার টাকা লিটার দরে নাকি বিক্রী হতে দেখা যাচ্ছে।

'বামফ্রণ্ট আতঙ্কিত'

নিজস্ব সংবাদদাতা : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও ভাষানীতির প্রতিবাদসহ পাঁচশ দফা দাবির ভিত্তিতে ৩১ আগষ্ট এস ইউ সি দল যে গণ-আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, পুলিশী তৎপরতায় তা প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। এস ইউ সি নেতা অচিন্ত্য সিংহ জানিয়েছেন, বহরমপুর পৌঁছানোর আগেই পুলিশ তাঁদের দলের সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরেছে। সাগরদীঘিতে বাস থেকে জোর করে মিছিলের লোকদের নামিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। খাগড়া ঘাট রোড, বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশন এবং জলঙ্গী বাসষ্ট্যাণ্ডে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে পুলিশ এস ইউ সি সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেয়। পুলিশের লাঠিতে অনেকে আহত হন বলে অচিন্ত্যবাবু

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৬।

গণতান্ত্রিক দোহাই

দীর্ঘ এগার বৎসর পূর্বে নিবাচিত কমিশনারদের লইয়া গঠিত জঙ্গিপুর পুরসভা পর্ষৎকে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল গত ২৪-৮-৭৯ তারিখ অপসারিত করিয়া বিভিন্ন ওয়ারডের পনের জন মনোনীত ব্যক্তির দ্বারা গঠিত নূতন পর্ষৎ-এর হাতে পুরসভার কর্মভার ন্যস্ত করিয়াছেন। আদেশ মোতাবেক এই পনের জনের মধ্য হইতে একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি হইয়াছেন; অপর তের জন সদস্য কমিশনারদের সমতুল্য ক্ষমতার অধিকারী হইলেন।

পুরসভার প্রাক্তন পর্ষৎ অপসারিত এবং নূতন পর্ষৎ (মনোনীত সদস্যের) নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের কথায় ও কাজে গণতান্ত্রিক নীতি সংক্রান্ত সঙ্গতি দেখা যায় না। প্রাক্তন পুরসভা পর্ষৎ-এর মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন থাকা জনস্বার্থবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী এবং কায়েমী সুবিধাবাদের আখের গুছাইবার পক্ষে সুবিধাজনক এবং ইহা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু এইরূপ থাকাটা দেশের পরিবর্তিত রাজনীতির বিশৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিক নীতির ফলশ্রুতি কি না, তাহাই বা কে বলিবে? ১৯৬৭ সাল হইতে দেশব্যাপী 'আয়া রাম গয়া রাম'-এর দল যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও দুর্নীতি অনুপ্রবেশের সুযোগ করিয়া দিয়াছে, যে দলীয় রাজনীতি ব্যক্তি স্বার্থ পূরণের স্বর্ণদ্বার খুলিয়াছে এবং স্বৈরতন্ত্র ও সন্ত্রাসের উন্মুক্ত পরিবেশ রচনা করিয়াছে—জঙ্গিপুর পুরসভার প্রাক্তন পর্ষৎ সেই রাজনৈতিক পরিবেশেই লালিত হইয়া এতদিন ক্ষমতাসীন থাকার সুযোগ পাইয়াছে। ইহার জন্য দায়ী সরকারই।

আমরা আশা করিব বর্তমান গণতন্ত্রপ্রেমী সরকারের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত হইবে এবং জনগণের ক্ষমতা ও চিন্তা-ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় বহন করিবে। প্রাক্তন পুরসভা পর্ষৎকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া স্থানীয় কোন প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংস্থার সুপারিশক্রমে মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত পর্ষৎ-এর সদস্যবৃন্দকে জনসেবার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কোন্ কষ্টিপাথরে যাচাই করা হইয়াছে,—তাহা অনেকেই জানিতে চাহেন।

মনোনীত সদস্যদের লইয়া গঠিত পর্ষৎকে পুরসভার কর্মভার দেওয়া হইয়াছে। বিষয়টিকে অনেকেই সুস্থমনে গ্রহণ করিতে পরেন নাই বলিয়া ইহা গণতান্ত্রিক রীতির প্রতি আনুগত্য এবং জনস্বার্থ রক্ষার পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন। একদা যাঁহারা গণতন্ত্রের দোহাই পাড়িয়াছেন, আজ তাঁহারাই ক্ষমতাসীন হইয়া দলীয় স্বার্থসিদ্ধিতে তৎপর। এক্ষেত্রে গণতন্ত্র নিগৃহীত।

জঙ্গিপুর প্রাক্তন পর্ষৎকে অপসারিত করিয়া মনোনীত কমিটিকে এইভাবে কর্মভার না দিয়া প্রকাশক নিয়োগ করিলে এবং তৎপরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণ করিলে শোভন হইত। অনেকেই মনে করেন ক্ষমতায় আসিবার পূর্বে বামফ্রন্ট একসময় পূর্বতন সরকারকে স্বৈরতন্ত্রী, গণতন্ত্রের শ্বাসরোধকারী, আধা ফ্যাসিষ্ট প্রভৃতি আখ্যা দিতেন; আজ তাহাই তাঁহাদের কাছে ব্যুমেরাং হইয়াছে তাঁহাদেরই ক্রিয়াকর্মে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় (তাং ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৬ সাল, ১৬শ সংখ্যা, ৬৬শ বর্ষ) প্রকাশিত 'জঙ্গিপুর পুরসভার নির্বাচিত পর্ষৎ ক্ষমতাচ্যুত, মনোনীত কমিটি নিয়োগ' শীর্ষক সংবাদের 'শপথ গ্রহণের আগে বৈদ্যনাথবাবু লিখিতভাবে মহকুমা শাসককে জানিয়ে দেন যে, যেহেতু বিষয়টি দলের সিদ্ধান্তের বাইরে সেই হেতু তিনি শপথ নিচ্ছেন না।' অংশ সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতে চাই যে, উল্লেখিত অংশটি প্রকৃত তথ্যভিত্তিক নয়। আমি মাননীয় মহকুমা শাসক মহাশয়কে যাহা জানাইয়াছিলাম তাহা এই যে, যেহেতু আমি আমার দলের কোন নির্দেশ পাই নাই, তাহার জন্য নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে যেন সময় দেওয়া হয়। —শ্রীবৈদ্যনাথ দাস, জঙ্গিপুর।

পৌরসভা দখল সি পি এম-এর ভুল হয়েছে

জঙ্গিপুর পৌরসভার ভাঙ্গাগড়াকে ঘিরে জোর আলোড়ন উঠেছে। ভাঙ্গার ঘটনাটিকে সবাই স্বাগত জানালেও গড়ার পদ্ধতিটা সর্বস্তরে ধিকৃত হয়েছে। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী হিসেবে এই ধিক্কারের জনরোষটা পুরোপুরি বর্তেছে সি পি এমের উপর। ফঃ ব্লকের অস্তিত্ব এখানে বড় হয়ে উঠতে পারেনি। অপর শরিক আর এস পি তো ব্যাপার-স্যাপার দেখে আগে থাকতেই সি পি এমকে 'স্বৈরতান্ত্রিক' বলে গাল পাড়তে শুরু করেছে; যদিও পুরো ব্যাপারটাই একটা 'লোক দেখানো'। প্রশ্ন উঠবে আর এস পি'র পক্ষ থেকে এ ধরনের বক্তব্য রাখার পেছনে লোক দেখানোর কারণটা কি? প্রথম কারণ আর এস পি দলের নেতাদের এর পূর্বের পৌর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর উপর দুর্বলতা। তাঁদের অনেকেই এই দলের নেতাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এমনকি অনেকেরই এই দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। কাজেই আর এস পি কখনই চাইছিলেন না এই কমিটি এইভাবে বাতিল হয়ে যাক। দ্বিতীয় কারণ মনোনীত কমিটি গড়ার ঘটনাটা। এই কমিটিতে আর এস পি দলের মাত্র একজন প্রতিনিধিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর এস পি দলের নেতারা এটা কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারছেন না। এক্ষেত্রে তিন-চার জনের ভাগ-বাটোয়ারা পেলে তাদের সন্তুষ্টির কারণ থাকতো। তখন তাঁদের কণ্ঠ কখনই সোচ্চারিত হত না। কোন অবস্থাতেই আর এস পি নেতারা ফঃ ব্লকের সঙ্গে তুল্যাংশ বাটোয়ারা ব্যাপারটাতে আপোষ করতে পারছেন না মনে-প্রাণে। কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। পাবলিক সেন্টিমেন্টও ভাঙ্গাগড়ার পদ্ধতিতে ক্ষুব্ধ। তৃতীয় কারণ, এই ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারে ফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে সি পি এম আর এস পি নেতাদের সঙ্গে কোন রকম আলাপ-আলোচনা করেননি। শরিক দল হিসেবে এতে স্বভাবতই তাঁদের সম্মানে বেধেছে। ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ না করেও এ ব্যাপারে মানুষের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে আর এস পি'কে। এই অবস্থায় আর এস পি দল সি পি এমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। এ জেহাদ ক্ষণিকের। উপর থেকে প্রমোদবাবুদের চাপ পড়লেই এখানকার আর এস পি নেতারা সুড় সুড় করে ব্যাপারটা মেনে নেবেন। কারণ একটা জঙ্গিপুর পৌরসভা ইস্যুর চেয়েও ওদের কাছে ফ্রন্টের ঐক্যটা বড় হয়ে দেখা দিতে বাধ্য। প্রশ্ন, তখন সংশ্লিষ্ট দলের নেতারা কি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যাবার মত কব্জির জোর দেখাতে পারবেন? আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুরে সি পি এম প্রার্থীর অনুকূলে জনসাধারণের কাছে ভোট ভিক্ষা করতে যাবেন? জঙ্গিপুর পৌরবাসীদের কাছে আপনাদের বক্তব্যটা কি থাকবে? তখন সর্ব্বভারতীয় রাজনীতির স্বার্থের ধুয়ো তুলে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ঘটনাটা নিঃসন্দেহে সহজ হবে না।

সি পি এম নেতারা পৌরসভা ভাঙ্গিয়েছেন। একথাও স্পষ্ট বানানো কমিটিও তৈরী হয়েছে তাঁদের ইঙ্গিতে। অর্থাৎ পৌরসভা ভাঙ্গাগড়ার মূল নায়ক এখানকার সি পি এম নেতৃত্ব। তাঁরা মনে করেন, এই ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারটা বৈধ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই ভাঙ্গাগড়া শুধু অন্যায়ই নয়, অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক। এর নজির নাই। এবং এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। নভেম্বরে পৌর নির্বাচন হতে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তা সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছে মাত্র। লোকসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। ঠিক এই অবস্থায় এই অপ্রিয় কাজটা এখানকার সি পি এম নেতারা করতে গেলেন কেন? এই গর্হিত কাজ নিঃসন্দেহে পৌর এলাকার কয়েক হাজার মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে। রাজ্যব্যাপী রাজনৈতিক বিশ্লেষণ যাই হোক না কেন বিক্ষুব্ধ সেই হাজার কয় মানুষের ভোট এবার আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে। অথচ গত নির্বাচনে এ ভোট ছিল আপনাদের পক্ষে। এবারও অধিকাংশ সি পি এমের পক্ষে যেত বলে অনেকের বিশ্বাস। জঙ্গিপুর পৌরসভা ভাঙ্গাগড়ার বে-নজির দৃষ্টান্ত স্থাপন

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্রাম পুনর্গঠনে মেয়েদের ভূমিকা

শিপ্রা কৈলঠা

শিক্ষার গোড়াপত্তন করেছিল মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে, দিন বদলের পালায় আজ আর অজ্ঞাতসারে কোন কাজ সম্পূর্ণ করা আদৌ সম্ভব নয়। গ্রামীণ পুনর্গঠনে মেয়েদের ভূমিকা কি হবে এ প্রশ্ন উঠলেই মনে হয় কবির সেই উক্তি, "আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে, সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।" তাই সমাজের অগ্রগতিতে পুরুষেরা যতই সহায়তা করুক না কেন গ্রামকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে মেয়েদের ভূমিকার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য আজ মেয়েদেরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। গ্রামের দরিদ্র শিশুদের জীবন বিকাশে সহায়তা করতে হলে তাকে গ্রামের মধ্যে বাস করে আত্মসক্রিয়তার মধ্যে জীবন তৈরীর গোপন কৌশল আয়ত্ত করতে হবে । কিন্তু গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিতা মায়েরা এই উপলব্ধি করতে পারেন কি? না এর প্রয়োজন অনুভব করেন? সুতরাং সমাজ সচেতন গ্রামবাংলার মা-বোনদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করার প্রয়োজন আছে।

বৃত্তি সচেতনতা ও বৃত্তিমূলক জীবন বিকাশের সহায়তা আজকে অত্যন্ত জরুরী। আজ যখন খাদ্য সমস্যা প্রকট, বেকার সমস্যা সমাজ জীবনকে করে তুলেছে বিপর্যস্ত তখন মেয়েদের সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজন আছে। গ্রামীণ কুটির শিল্পের উন্নতি সাধনে সাহায্য ক'রে এবং গ্রামের লোকদের এ ব্যাপারে সচেতন করতে পারলে এ ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। মুনাফাখোর মহাজনদের সুদজাল থেকে বেরিয়ে আসার কৌশলও মেয়েরা অনেক বেশী দিতে পারবে। এখনো এমন অনেক গ্রাম আছে যার অধিবাসীরা ব্যাঙ্কের লেনদেনকে ভয় পায়। গ্রামের দরিদ্র কৃষক মজুরদের এই ভ্রান্ত ধারণা পাল্টাতে গেলে মেয়েদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কেন না গরীব কৃষক, চাষী, মজুর পরিবারদের এরাই বেশী বোঝাতে পারবে এবং এ ব্যাপারে যখন এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া হবে তখন নিশ্চয় ভাবতে পারা যাবে যে, গ্রামকে গড়ে তুলতে মেয়েদের ভূমিকা কত প্রয়োজন।

আধুনিক সভ্যতায় জীবন যন্ত্রণার কাতরতা ও জটিলতা অনেকাংশে বেড়ে গেছে। ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য আজ বিপর্যস্ত। ঠিক তখনই আমরা দেখেছি যে, গ্রামবাংলার মায়েরা অধিক সংখ্যক সন্তানের জননী হ'য়ে চরম ঔদাসীন্যে দিন কাটাচ্ছেন। সন্তানের স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি—এই সমস্ত ভাবনা তাঁদের অস্থির ক'রে তোলে না। অথচ এটা আজকে অত্যন্ত জরুরী। গ্রামের অগ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজের উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম তাই দরকার সন্তানের শরীর, স্বাস্থ্য ও জীবন সম্বন্ধে মায়েদের সচেতনতা আর এই কাজে মেয়েরাই সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে আমাদের সমাজের বনিয়াদকে দৃঢ় ক'রে গড়তে এবং গ্রামীণ সমাজের অগ্রগতির জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে।

জীবন শুধুমাত্র অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সীমায়িত নয়। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রাখতে তৎপর। আর সেই অনাগত ভবিষ্যত যাতে সুন্দর, স্বচ্ছ, সুমধুর হ'তে পারে তার জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের লোকেদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে পারলে গ্রাম অনেকখানি স্বনির্ভর হতে পারবে এবং তখনই আমরা দেখতে পাব আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই গ্রামকে। এখন সঞ্চয়ের নানা রকম সুযোগ সুবিধা হ'য়েছে। আর সেই সঞ্চয়ের পদ্ধতিগুলো গ্রামবাংলার লোকেদের কাছে তুলে ধরতে পারে এই গ্রামবাংলার মেয়েরা। গ্রামকে প্রাণবন্ত করে তুলতে তাই মেয়েদের ভূমিকা আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

আজকের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের মূল বক্তব্য হ'ল সমান অধিকার; অধিকার কেউ সহজে দিতে চায় না, ছিনিয়ে নিতে হয়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর অশিক্ষিত। কি করে বিরাট জনসংখ্যাকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায় এবং এই অধিকারের আনন্দ কি করে তাদের উপলব্ধি করানো যায় সেটাও আজকে চিন্তার বিষয়।

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের কানুপুর, জামুয়ার, জরুর, দফরপুর, রাণীনগর ও মির্জাপুর অধিবাসিগণের নিকট হইতে উক্ত পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করিয়া অস্থায়ী জব এ্যাসিষ্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিটির বিবেচনার নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১। দরখাস্তকারীকে অবশ্যই মাধ্যমিক অথবা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

২। দরখাস্তকারীর বয়স দরখাস্ত করার তারিখে অবশ্যই ১৮ হইতে ৩৫ এর মধ্যে হইতে হইবে। অবশ্য তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং পার্বত্য জাতির ক্ষেত্রে উক্ত বয়স সীমা ৫ বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত হইবে।

৩। দরখাস্তকারীর নাম অবশ্যই এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই এবং এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ এর নম্বর দরখাস্তে উল্লিখিত হওয়া চাই।

৪। দরখাস্তকারী কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য প্রার্থী হইতে চান তাহা দরখাস্তে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোন দরখাস্তকারী একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন না।

৫। সাদা কাগজে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকলসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ২৪-৯-৭৯ তারিখে বেলা ৩টার মধ্যে তাহার অফিসে দরখাস্ত পৌছাইতে হইবে।

৬। সাইকেল চালাতে জানা প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৭। "জরুর" গ্রাম পঞ্চায়েতের পদটি তপশিল জাতির জন্য সংরক্ষিত।

৮। দরখাস্তকারী যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসী সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নিকট হইতে বাসিন্দা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া প্রমাণস্বরূপ দরখাস্তের সহিত অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

৯। উক্ত পদের বেতন হার ১৬০—২১৪—৪-২৫০ ও তৎসহ ভাতা ও বর্ধিত বেতন যাহা গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১০। উক্ত পদের কাজের ধরন হইতেছে প্রকল্পের কাজের মাটির মাপের হিসাব রক্ষা ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি।

তারিখ ১-৯-৭৯

স্বাঃ মিহিররঞ্জন পত্রনবিশ
বি ডি ও রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ

দক্ষিণের হাতছানি

শ্রীবরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভোর ছ'টায় আবার বাসে রওনা হলাম। এবার চলেছি মন্দির নগরী মাদুরাইয়ে। 'পালানি' ছুঁয়ে বাস এসে থামল 'কোদাইকানালে'। এ পথে যে কোদাইকানাল পড়বে আগে তা জানতাম না। আমাদের থ্রু টিকিট। কাজেই এখানে নামার উপায় নাই।

কোদাইকানাল ভারতবর্ষের অন্যতম সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর শৈলনগরী। উচ্চতা দার্জিলিং থেকে একটু বেশি। একটি সুন্দর লেক ও মানমন্দির আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে 'কুরুঞ্জি' নামে এক রকম ফুল প্রতি বারো বছরে যা একবার ফোটে। 'কুরুঞ্জি' শেষবার ফুটেছিল ১৯৬৯ সালে।

কাঠফাটা রোদ্দুরের মধ্যে মাদুরাই বাস ষ্টেশনে এসে পৌঁছালাম। এখান থেকে আমার সঙ্গীরা কন্যাকুমারীর পথে রওনা হ'ল। আমি স্যুটকেশ হাতে একটা আস্তানা খুঁজতে বের হলাম। মন্দিরের কাছে 'নিউ কলেজ হাউস' নামে পাঁচতলা এক হোটেলের একটি ঘর দখল করে সে দিনের মত বিশ্রাম নিলাম।

মাদুরাই দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম শহরগুলির অন্যতম। দু' হাজার বছরের উপর দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি ছিল এই শহর। সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী বহু ঝড়ঝাপটা এসেছে। এসেছে মালিক কাফুরের বিজয়ী মুসলিম বাহিনী। কিন্তু মীনাক্ষি মন্দির ও মাদুরাইয়ের স্মৃতিসৌধগুলি হানাদারদের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে অক্ষত থেকে গিয়েছে।

মেগাস্থিনিসের সময় এখানে ছিল পাণ্ড্যবংশের রাজারা। তারপর আসে চোল রাজবংশ। আবার পাণ্ড্যরা। তারপর মালিক কাফুর ও তার পরবর্তী মুসলমান শাসকদের ৪৮ বছরের শাসন। এর পর বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতাকাতলে মাদুরাইয়ের অবস্থান। মাদুরাই তার গৌরবের শীর্ষে ছিল পরবর্তী 'নায়েক' রাজাদের অধীনে। বিশ্বনাথ নায়েক ও থিরুমল নায়েকের আমলে 'মীনাক্ষি সুন্দরেশ্বর' মন্দির নির্মিত হয়।

মাদুরাইয়ের প্রধান দ্রষ্টব্য মীনাক্ষি মন্দির। সেখানেই প্রথমে গেলাম। মীনাক্ষি (পার্বতী) ও সুন্দরেশ্বর (শিব) কে পূজা দিলাম। এখানে পাণ্ডার উৎপাত নাই। মন্দিরের মধ্যের পবিত্র 'স্বর্ণপদ্ম সরসী'তে স্নান করলাম। আধ ঘণ্টাতেই স্নানপূজা সব শেষ। কিন্তু ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখ্‌তে সময় লাগ্‌ল পুরো দু'টি দিন।

৮৪৭ ফুট লম্বা, ৭৯২ ফুট চওড়া বিস্তীর্ণ এলাকায় পাঁচটি গোপুরম্ (Tower) নিয়ে ১৬০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট এই বিরাট মীনাক্ষি মন্দির। বোধ হয় ভারতবর্ষের বৃহত্তম মন্দির। সারা মন্দিরে ছড়ানো হিন্দু পুরাণের হাজার হাজার সচিত্র আলেখ্য ও শিল্পকীর্তি। বিশেষ করে ৯৮৫টি স্তম্ভের উপর নির্মিত বিরাট হলঘরে থরে থরে সাজানো বিরাট বিরাট ভাস্কর্যকীর্তি। কালো পাথর খুদে তৈরি প্রায় ২০ ফুট উঁচু এক একটি মূর্তি। নিখুঁত এবং জীবন্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দেখলেও আশা মিটে না। আমার বিশেষ করে ভাল লেগেছিল নটরাজ ও দুর্গামূর্তিদুটি।

মীনাক্ষি মন্দিরের মধ্যে একটি মন্দির সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়েছে। সারা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির থেকে সংগৃহীত মূর্তি ও আলোকচিত্র এখানে আছে। দ্রাবিড় সভ্যতার শৈশব থেকে শুরু করে বিভিন্ন আমলের ভাস্কর্য ও শিল্পশৈলীর নিদর্শন এখানে আছে। শুধু ভাস্কর্য নয়, ঐতিহাসিক নানা নিদর্শনও এখানে সংগৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন যুগের বেশভূষা, রণসজ্জা, যুদ্ধাস্ত্র, বিভিন্ন ধর্মগুরুর জীবন ও সাধনার আলেখ্য, পৌরাণিক চিত্র। দিনে প্রায় দশ হাজার করে তীর্থযাত্রী মীনাক্ষি মন্দির দর্শন করতে আসে।

মন্দির দেখা শেষ করে মাদুরাইয়ের অন্যান্য দর্শনীয় জায়গাগুলিতেও ঢুঁ মেরে নিলাম। থিরুমালাই নায়েক প্রাসাদ, সুবিশাল পবিত্র দীঘি 'মারিয়াম্মান টেপ্পাকুলাম', পুধু মণ্ডপম্, রায়গোপুরম্।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মাদুরাই শহর ধীরে ধীরে অতীত ভারতবর্ষ থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। শহরের আয়তন ও অঙ্গসজ্জাও

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের গিরিয়া, সেকেন্দ্রা, মিঠিপুর, বড়শিমূল, দয়ারামপুর, তেঘরি-২, তেঘরি-১, কাশিয়াডাঙ্গা, লক্ষ্মীজোলা ও সেখালিপুর অধিবাসিগণের নিকট হইতে উক্ত পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করিয়া অস্থায়ী জব এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিটির বিবেচনার নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১। দরখাস্তকারীকে অবশ্যই মাধ্যমিক অথবা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

২। দরখাস্তকারীর বয়স দরখাস্ত করার তারিখে অবশ্যই ১৮ হইতে ৩৫ এর মধ্যে হইতে হইবে। অবশ্য তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং পার্বত্য জাতির ক্ষেত্রে উক্ত বয়স সীমা ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ধিত হইবে।

৩। দরখাস্তকারীর নাম অবশ্যই এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই এবং এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ এর নম্বর দরখাস্তে উল্লিখিত হওয়া চাই।

৪। দরখাস্তকারী কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য প্রার্থী হইতে চান তাহা দরখাস্তে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোন দরখাস্তকারী একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন না।

৫। সাদা কাগজে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকলসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ২৪-৯-৭৯ তারিখে বেলা ৩টার মধ্যে তাহার অফিসে দরখাস্ত পৌঁছাইতে হইবে।

৬। সাইকেল চালাতে জানা প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৭। "মিঠিপুর" গ্রাম পঞ্চায়েতের পদটি তপশিল জাতির জন্য এবং 'লক্ষ্মীজোলা' গ্রাম পঞ্চায়েত পদটি তপশিল উপজাতির জন্য সংরক্ষিত।

৮। দরখাস্তকারী যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসী সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নিকট হইতে বাসিন্দা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া প্রমাণস্বরূপ দরখাস্তের সহিত অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

৯। উক্ত পদের বেতন হার ১৬০—৩—২১৪—৪—২৫০ ও তৎসহ ভাতা ও বর্ধিত বেতন যাহা গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১০। উক্ত পদের কাজের ধরন হইতেছে প্রকল্পের কাজের মাটির মাপের হিসাব রক্ষা ও আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি।

স্বাঃ নুরুল আবসার
বি ডি ও রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক
পোঃ জঙ্গিপুর
জেলা মুর্শিদাবাদ

তারিখ ৩-৯-৭৯

এন ভি এফ আক্রান্ত

ধুলিয়ান, ৩ সেপ্টেম্বর—ফরাক্কা সংরক্ষিত বন থেকে ডিউটি সেরে ফেরার পথে গতকাল সামসেরগঞ্জ থানার দু'জন এন ভি এফ একদল সশস্ত্র লোকের আক্রমণে গুরুতরভাবে জখম হয়। তাদেরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

দক্ষিণের হাতছানি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

বদলাতে থাকে। আজ মাদুরাইয়ের লোকসংখ্যা ছয় লক্ষ। যে কোন আধুনিক শহরের মত রাস্তাঘাট, দোকানপসার, হোটেল। তবু মাদুরাই বলতে আজও সকলের প্রথমেই মনে পড়ে মীনাক্ষি মন্দির। —চলবে

মেয়েদের ভূমিকা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মেয়েরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে, কারণ অধিকাংশ গ্রামের বউ ও মেয়েরা সহজে মিশতে পারে না, ঘোমটার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। সুতরাং মেয়েরা যদি সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়, নিশ্চয় সুফল পাওয়া যাবে। গাছের বৃদ্ধির জন্য যেমন মাটি ও জলের দরকার, সেই রকম গ্রামের বিকাশের জন্য মেয়েদেরও দরকার।

সি পি এমের ভুল হয়েছে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

করে আপনারা জঙ্গিপুর লোকসভা আসনে আপনাদের জয়লাভ অনেকটা পিছিয়ে নিয়ে গেছেন—আগের নির্বাচনের ফলাফলটা ঘাঁটলে সে চিত্র পরিষ্কার বোঝা যায়। সি পি এম নেতাদের দ্বিতীয় ভুল আর এস পি'কে তুচ্ছাতিতুচ্ছ করে দেখা। আর এস পি'কে বিক্ষুব্ধ করে তুলে আপনারা আর একটা বিরাট ভুল করেছেন। পরে সমঝোতা যাই হোক না কেন, আজ এ কথা নিঃসংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত, সি পি এম জঙ্গিপুর পৌরসভা ভাঙ্গাগড়ার নেতৃত্ব দিয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ল মেরে ক্ষতের সৃষ্টি করেছেন। এ ক্ষত শুকোতে তাঁদের অনেক ডাক্তার-বদ্যি করতে হবে। তাতেও সারলে ভাল। —বিমান হাজরা, রঘুনাথগঞ্জ।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত ফুটবল প্রতিযোগিতার লীগ পূর্ব নক আউট পর্বের খেলার ফলাফল: স্রোতকমল স্পোর্টিং ৫, লায়ন্স ক্লাব ৩, হরিসভা ২, টাউন ক্লাব ০, এম সি সি ২, গোবিন্দপুর ১, বন্ধু সমিতি ২, নবভারত ০, সেবাশিবির ৩, বিবেকানন্দ ১, ইউথ ক্লাব ৪, সপ্তর্ষি ০, ভ্রাতৃ সংঘ ৩, এম সি সি ১, অগ্নিফৌজ ১, ইউথ ক্লাব ০।

সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উদ্দীপনার সাথে ২ সেপ্টেম্বর অগ্নিফৌজ অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে বিজয়ী হয়েছেন: রাস্তাদৌড়—১ম সনাতন দাস, ২য় অশোক দাস, ৩য় নয়ন চাকী। সাঁতার 'ক' বিভাগ—১ম শিবু দাস, ২য় প্রশান্ত ব্যানার্জি, ৩য় অসীম সাহা। 'খ' বিভাগ—১ম অশোক ঘোষ, ২য় বাসুদেব দাস, ৩য় স্বপন সাহা। সেরা ফুটবলার—গৌতম বর্মণ, সেরা ক্রিকেটার—সুজিত নাথ, সেরা ভলিবলার দেবাশিস্ দাস।

২ সেপ্টেম্বর গঙ্গা এ্যান্টি ইরোসন রিক্রিয়েসন ক্লাব পরিচালিত একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মালদা ইরিগেসন গঙ্গা এ্যান্টি ইরোসনকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে।

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
বেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

বাড়ী বিক্রয়
সাগরদীঘি বাজারে রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে সদর রাস্তার ধারে ছয় শতক জায়গার উপর একটি দ্বিতল পাকা বাসগৃহ বিক্রয় আছে। বিদ্যুৎ ও পায়খানার সুবিধা আছে। সরকারী কিংবা বেসরকারী অফিসের জন্যও ব্যবহার করা যাইতে পারে। যোগাযোগের ঠিকানা—সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

সার ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণ শিবির

২৯ আগষ্ট বহরমপুর গ্র্যান্ট হলে ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উদ্যোগে সার ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে উপস্থিত সমস্ত সার ব্যবসায়ীদেরকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান প্রকল্পের জেলা কৃষিবিদ মনোজকুমার সরকার। প্রধান অতিথির ভাষণে মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক অমলেন্দু সরকার এই জেলায় ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৭৮-৭৯ সাল পর্যান্ত নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সারের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা বৃদ্ধির উল্লেখ করেন। চাষীরা যাতে সুষম সার ব্যবহার করেন সেইদিকে নজর রাখবার জন্য তিনি ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেন। প্রকল্পের মুখ্য কৃষিবিদ দীপক দাশগুপ্ত তাঁর ভাষণে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সুষম সারের ভূমিকা এবং সেটা চাষীদের ভাল করে অবহিত করবার জন্য সার ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করা হয়। সার বন্টনে সমস্ত সারের যোগান, কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রায় ৭০ জন সার ব্যবসায়ী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেছিলেন।

এ পক্ষের চাষবাস

১৬ই—৩১শে ভাদ্র

ধান:

বৃষ্টির অভাবে যাঁরা এখনও আমন ধানের চারা রোয়ার কাজ শেষ করতে পারেননি, তাঁরা যথাসত্বর রোয়ার কাজ শেষ করুন। জমি তৈরীর সময় অতি অবশ্যই প্রাথমিক মাত্রায় রাসায়নিক সার দেবেন। এ সময় প্রতি গোছে ৫-৬টি চারা, ঘন করে লাগান। যাঁরা ইতিমধ্যে চারা রোয়ার কাজ শেষ করেছেন, তাঁরা, সময় মত প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় চাপান সার দিন এবং ক্ষেতের আগাছা তুলে ফেলুন। চাপান সারের পরিমাণ জানার জন্য আগের দু'টি পক্ষের বিজ্ঞাপন দেখুন। এ সময় ধানের ক্ষেতে মাজরা, ভেঁপু বা শ্যামা পোকার আক্রমণ হ'তে পারে। আক্রমণ লক্ষ্য করা মাত্র ওষুধ দেবেন। উঁচু জমিতে, যেখানে, জলের চাপ কম থাকে, সেখানে চারা রোয়ার ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে এইসব পোকা দমনের জন্য ওষুধ ব্যবহারের দরকার হ'লে একর প্রতি ৫ কেজি ফোরেট (যেমন থাইমেট ১০ জি, ফোরেট ১০ জি) বা ৭ কেজি কার্বোফুরান (যেমন ফিউরাডান ৩ জি) বা ৮ কেজি নাইট্রোলান ৫ জি বা ৮ কেজি কুইনালফস (যেমন একালাক্স ৫ জি) প্রভৃতি দানাদার ওষুধ ছড়ান। অন্যথায় প্রতি লিটার জলে ½ মি. লি. ফসফোমিডন (ডিমেক্রন ১০০) বা ১ মি. লি. মিথাইল প্যারাথায়ন (মেটাসিড ৫০) বা ১½ মি. লি. কুইনালফস (একালাক্স ২৫) বা ২ মি. লি. লিনডেন মিশিয়ে স্প্রে করুন। পামরী, চুঙ্গী, পাতা মোড়া পোকা বা লেদা পোকা দমনের জন্য একর প্রতি ১০-১২ কেজি বি. এইচ. সি ১০% গুঁড়ো ছড়ান অথবা প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম বি. এইচ. সি ৫০% গুঁড়ো মিশিয়ে স্প্রে করুন।

শাক-সব্জি:

এ পক্ষেও মাঝারি জাতের ফুলকপির চারা লাগাতে পারেন এবং নাবি জাতের ফুলকপি, জলদি জাতের বাঁধাকপি, ট্যমাটো, লংকা ইত্যাদির চারা তৈরী করতে পারেন। দানিয়া, স্নোবল ও নাবি বেনারস প্রভৃতি নাবি জাতের ফুলকপি; প্রাইড অফ ইণ্ডিয়া, গোল্ডেন একার ও পুসা আলি ড্রাম হেড প্রভৃতি জলদি জাতের বাঁধাকপি এবং পুসা রেড প্লাম, মার গ্লোব, বেষ্ট অফ অল, বনিবেষ্ট ও অক্সহার্ট প্রভৃতি জাতের ট্যমাটো এখন চাষ করতে পারেন। এ ছাড়া বীট, মূলা, পালং ইত্যাদির বীজ এখন সরাসরি মূল জমিতে বুনতে পারেন।

ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

naa/

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত বর্জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৮ সেপটেম্বর জঙ্গিপুর ক্রিমিনাল কোরট বার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল তার সারাংশ এখানে দেওয়া হল। জরুরী অবস্থায় সেনসারের ফলে তখন এ সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মহকুমা শাসক, জেলা শাসক, স্বরাষ্ট্র এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল :

'জঙ্গিপুর সাব-ট্রেজারি এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকার অজুহাতে একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিগোপাল দত্ত, যাঁর উপর সাধারণ দপ্তর ও বিচার বিভাগীয় আদালতের অধিকাংশ কার্যভার ন্যস্ত, পূর্বে নির্ধারিত থাকলেও সময়মত আদালতে না বসায় আইনজীবী ও অন্যান্যদের অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে হয় ; এমন কি তিনি কখনও কখনও আদৌ এজলাসে না বসায় আইনজীবী ও মক্কেলদের সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যর্থ প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। ১৪৪ ধারার মামলার মত জরুরী বিষয়ের শুনানীর পর নিয়মানুসারে ৬০ দিনের মধ্যে তারিখ ধার্য হওয়ার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময় অতিক্রমের পর দিন ধার্যের আদেশ ঘোষিত হয়, যার ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহকে বিপন্ন হতে হয়। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫/১৩৩/১৪৭ ধারা ইত্যাদির মত বিষয় অনির্দিষ্টকাল টালবাহানায় থেকে যায়, সাক্ষ্য গ্রহণাদি কদাচিৎ সম্পন্ন হয়, যার ফলশ্রুতি—মোকর্দমাকারীরা আদালতে আসেন এবং ফিরে যান। ফৌজদারী সংক্রান্ত দায়িত্ব, যা বিচার বিভাগে ন্যস্ত হয়েছে, এভাবে অযথা দেরী হওয়ায় প্রশাসনিক শান্তিও বিঘ্নিত হচ্ছে। মামলার নকলাদি পাওয়ার জন্য আবেদন দীর্ঘকাল পড়ে থাকে যেহেতু দত্ত এ সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত থাকেন এবং বারবার অভিযোগ সত্ত্বেও কাজ কিছুই হয় না। বিচারাধীন ১০৭ ধারার মামলা নিয়মিতভাবে উথাপিত হয় না।'

চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী সমিতির অভিযোগ : পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম (৪র্থ শ্রেণী) সরকারী কর্মচারী সমিতির জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটি অভিযোগ করেছেন, সেকেণ্ড অফিসার শান্তিগোপাল দত্ত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ধীরেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে অমানবিক কথাবার্তা বলেন এবং ছুটি নেওয়া সত্ত্বেও জোর করে তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। ভর্তির পর প্রায় ২৪ ঘণ্টা দাসের কোন চিকিৎসা এমন কি শয্যার ব্যবস্থা হয়নি। ২৭ জুলাই-এর সভায় দাসের প্রতি দত্তের এই আচরণের প্রতিবাদে সমিতি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, শান্তিবাবু এরূপ আচরণ যেন না করেন। মহকুমা শাসক এবং জেলা শাসককে সমিতির সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

আহ্বায়ক নই

জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক অনুত্তম পণ্ডিত, বসুমতীর সংবাদদাতা বিমান হাজরা এবং জনমতের সংবাদদাতা বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী এক যুক্ত বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সম্প্রতি জঙ্গিপুর পুরসভা পর্ষৎ ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারে একটি আহ্বায়ক হিসেবে আমাদের নাম প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্যে বলা হয় এবং তার অনুরোধপত্রে আমাদের স্বাক্ষর নেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের আহ্বায়ক হিসেবে নাম প্রকাশ করা হয়। সভা আহ্বানের ব্যাপারে আমরা কোন রাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে নিজেদের জড়িত করতে চাই না এবং যে সংস্থার পক্ষ থেকে আমাদের নাম এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, আমরা তার নিন্দা করছি এবং উক্ত সভার আহ্বায়ক হিসেবে থাকতে আমরা চাই না—একথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি।

'বামফ্রন্ট আতঙ্কিত'

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান। তিনি বলেন, 'বামফ্রন্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁরা পুলিশ দিয়ে নগ্নভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের চেষ্টা করছেন। এ ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি।'

অবহেলিত ডাকঘর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্দিষ্ট নিয়মও এখানে মানা হয় না। কোন কোন দিন ডাক আসে না—যেমন আসেনি ৯ আগষ্ট কাবিলপুরের ডাক। পাস বইয়ে সুদ কষাতেও ভুল দেখা যাচ্ছে। খাম ও ডাকটিকিট সময়মত পাওয়া যায় না। খবরটি গ্রামবাসী সূত্রের।

লুথেরান ওয়ারলড সারভিসের তত্ত্বাবধানে উন্নতমানের কুটির শিল্প

মিরজাপুর পুনর্বাসন কলোনী কর্তৃক নির্মিত বিদেশে রপ্তানীর যোগ্য সিল্ক থান (প্রতি দশ মিটার প্রায়) নিম্নলিখিত দরে লুথেরান ওয়ারলড সারভিসে পাওয়া যাইতেছে। নিম্ন ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করুন।

১ম গ্রেড সিল্ক থান ২০০·০০ প্রতি থান
২য় ,, ,, ১৭৫·০০ ,,
৩য় ,, ,, ১৫০·০০ ,,

এ ছাড়াও পাবেন টেবিল-ম্যাট, সাইড-ব্যাগ, ওয়াল-ডেকরেশন, হাতপাখা ও ব্ল্যাঙ্কেট।

লুথেরান ওয়ারলড সারভিস
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ